য়াল ঘর। স্কুল মাঠে নির্মাণ সামগ্রী খা হয়েছে। কোনো কোনো দ্যালয়ের মাঠে যানবাহন রাখা হচ্ছে। ক্ষ-ছাগলের চারণ ভূমিতে পরিণত য়েছে কোনো কোনো বিদ্যালয়ের ঠ। স্থানীয়রা বিদ্যালয় মাঠে ধানসহ ভিন্ন শস্য শুকাচ্ছেন। মাঠে যন্ত্র সিয়ে ধান মাড়াই করার খবরও াওয়া গেছে। আর স্কুল কক্ষের চয়ার-টেবিল-বেঞ্চে জমেছে ধুলার স্তরণ।

গান্তরের ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা জানান, াঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার তলবাইদ শাখার ইউরেকা ন্ডারগার্টেনের শ্রেণিকক্ষের ভেতরে াঁঠাল ধরেছে। বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ও াঠে প্রচুর ময়লা-আবর্জনা জমেছে। জেলার মধুপুর উপজেলার লাউফুলা রকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নির্মাণ সামগ্রী রাখা হয়েছে। ঘাটাইলের লক্ষিন্দর ইউনিয়নের বেইলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝেতে ছাগল াখ হয়। আর নাগরপুরের গোপালপুর মবায় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে ঠিকাদার নির্মাণ রাখেছেন। বাকি জায়গা ঘোড়ার গাড়ি ও মাইক্রোবাসের অস্থায়ী গ্যারেজে পরিণত হয়েছে। বাসাইল পৌর এলাকার ৩৭ নং মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বড় বড় খড়ের স্তূপ। এই বিদ্যালয়ের মাঠ গরুর চারণভূমি হয়ে উঠেছে। একই চিত্র বাদিয়াজান ও

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

● ঢাকা বিভাগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশেষ আয়োজন : পৃষ্ঠা ১৪

২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত ৩০৫০

দেশে করোনায় মৃত্যু ফের অর্ধশত ছাড়াল

যুগান্তর প্রতিবেদন

দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যু। সীমান্তবর্তী প্রায় প্রতিটি জেলায় করোনা শনাক্তের হার ২০ থেকে ৪০ শতাংশ। সীমান্তের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতেও বাড়ছে সংক্রমণ। নতুন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেড় মাস পর দৈনিক শনাক্ত রোগীর সংখ্যা আবার তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এক দিনে মৃত্যু ফের ছাড়িয়েছে অর্ধশত।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও তিন হাজার ৫০ জনের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এর আগে এক দিনে এর চেয়ে বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছিল ২৬ এপ্রিল। সেদিন তিন হাজার ৩০৬ জনের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়ে। এ নিয়ে দেশে করোনায় শনাক্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট লাখ ২৯ হাজার ৯৭২ জনে। এক দিনে আরও ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর চেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছিল ৯ মে। সেদিন ৫৬ জনের মৃত্যু হয়। সব মিলিয়ে দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

ইসলাম এমাপ। তিনি বলেন, আমার মতে যারা ঋণখেলাপি, তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো ঠিক হবে না। বিশেষ করে যারা বড় বড় ঋণখেলাপি, তারা যাতে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে

হচ্ছে, কিন্তু কার্যকর রোডম্যাপের কথা বলা নেই

ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

সোমবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এসব কথা বলেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি জাতির

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

হয়েছে। এছাড়া পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) ৪৯টি মামলা তদন্ত করে আগামী ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

ভুয়া বাদীর মামলা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ সোমবার রুলসহ এ আদেশ দেন। রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে করা বিভিন্ন ফৌজদারি মামলার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, সেই সঙ্গে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে রিট আবেদনকারীকে যারা হয়রানি করছে—তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কেন নির্দেশ

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৫০.৪৮.০১৭.১৫-৩৫৮ তারিখ ঃ ১৪/০৬/২০২১ খ্রিঃ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা খাদ্যশস্য আমদানিকারক, পাইকারী ব্যবসায়ী ও আড়তদার, খুচরা ব্যবসায়ী, চালকল (অটোমেটিক রাইস মিল, মেজর রাইস মিল, হাস্কিং রাইস মিল) মালিকগণ ও ময়দাকল (মেজর ও কম্প্যাক্ট ময়দাকল, রোলার ময়দাকল, আটাচাক্কি) মালিকগণকে জানানো যাচ্ছে যে, যারা সর্বনিম্ন ১ (এক) মেঃটন খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী (এককভাবে কিংবা মিলিতভাবে) অর্থাৎ ১,০০০ (এক হাজার) কেজি ধান/চাল, গম/গমজাত দ্রব্য, সয়াবিন ও পামওয়েল (পরিশোধিত), চিনি (পরিশোধিত) এবং ডাল মজুত/ক্রয়-বিক্রয় করেন তাদের জন্য এস.আর.ও নং-১১৩-আইন/২০১১- The Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act No. 1 of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা ছাড়াও খাদ্যশস্য মজুতের পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং অনুমোদিত প্রত্যেক লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীকে খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী আমদানি, ক্রয়, মজুত ও বিক্রয়ের হিসাব লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত "ছকে" পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের বিধান রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক ব্যবসায়ী এ লাইসেন্স গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করছেন এবং পাক্ষিক প্রতিবেদন দাখিল থেকে বিরত থাকছেন যা আইনের লঙ্ঘন ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই পরিস্থিতিতে যারা খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ করেননি, তাদেরকে লাইসেন্স গ্রহণ এবং নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর দপ্তরে অতিসত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর